যুগান্তর

তারিখ ... 01 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

কাজী ফারুক আহমেদ

# শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে

পরিকল্পনায় আগামী পাঁচ বছরে তা কমিয়ে ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশে প্রতিবছর ২০ লাখ তরুণ বেকার জনশক্তিতে যুক্ত হচ্ছে। সে বিবেচনায় সামনের পাঁচ বছরে দেশে কমপক্ষে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১ কোটি ২৯ লাখ। এ সময়ে দেশের অর্থনীতির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতির জন্য বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা। বিগত ২০০০ সাল থেকে চলমান ১৫ বছর মেয়াদি জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাতে (এমডিজি) যে ৮টি মূল লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল তার মধ্যে বেশ কিছু অর্জিত হয়েছে। আর যেগুলো এখনও অর্জিত হয়নি সেগুলোসহ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত আগামী ১৫ বছরের জন্য একইভাবে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাতে (এসডিজি) আরও নতুন ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন বার্ষিক বাজেট প্রক্ষেপণে বিরাট ভূমিকা রাখতে হবে। এসডিজির ৪নং লক্ষ্য যার পুরোটাই শিক্ষা উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত তার সঙ্গে যুক্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে। গত বছর আইএলও থেকে প্রকাশিত 'গ্লোবাল এমপ্লয়মেন্ট ট্রেন্ডস ফর ইয়ুথ ২০১৫ : স্কেলিং আপ ইনভেস্টমেন্ট ইন ডিসেন্ট জবস ফর ইয়ুথ' বইতে দেখা যায়, ভালনারেবল এমপ্লয়মেন্টে বাংলাদেশের পুরুষ ৪৩.১, নারী ৪১.৭, কেজুয়াল পেইড এমপ্লয়মেন্টে পুরুষ ৯.২, নারী ১.৫ এবং টেম্পোরারি (নন-কেজুয়াল) এমপ্লয়মেন্টে পুরুষ ০.২ ও নারী ০.৭ শতাংশ হারে শ্রমদানে নিয়োজিত। অন্যদিকে যুবগোষ্ঠীর বেকারত্বের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রাথমিক অথবা তার চেয়ে কম শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার ৫.৩ শতাংশ, মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিতের ক্ষেত্রে এ হার ১২.৩ শতাংশ এবং মাধ্যমিক-পরবর্তী উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষিতদের মধ্যে তা ২৬.১ শতাংশ। অর্থাৎ এসব স্তরে শিক্ষা সমাপনকারীদের ক্রমবর্ধমান শিক্ষাগত যোগ্যতা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমানতায় পর্যবসিত হচ্ছে। এর সরল অর্থ আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা কর্মসংস্থান অথবা শ্রমবাজারের উপযোগিতার সঙ্গে সমন্বয় রাখতে পারছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও বাংলাদেশ দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নে সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ এবং অন্তর্বর্তী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক স্তর ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং মাধ্যমিক স্তর দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়ায় এ দুটি স্তরের সুব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে বিশেষ অন্তর্বর্তী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক পরবর্তী শিক্ষা সুনির্দিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনাধীনে বিন্যস্ত ও জাতীয়করণ করতে হবে।

বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে প্রতি থানা/উপজেলায় সরকারি অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করে পালাক্রমে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আবশ্যিক ব্যবহারিক ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক পৃথক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

বাজেট প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ করার লক্ষ্যে আয় ও ব্যয়ের বিধান রেখে কার্যকর জেলা বাজেট প্রণয়ন ও প্রতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বাজেট তৈরি করতে হবে। এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, গত চার দশকে বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য। মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষায় অভিগম্যতা শতভাগের কাছাকাছি পৌঁছানো, মেয়েশিশুদের অধিকহারে প্রাথমিকে ভর্তি, সে সঙ্গে বাল্যবিয়েসহ নানা উৎপাতে মাধ্যমিকে ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের পিছিয়ে থাকা ইত্যাদি অর্জন ও সীমাবদ্ধতা দুটোকেই তুলে ধরছে। তবে ১৯৭৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৬টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কোনোটিতেই জিডিপির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলেও প্রতিকূল বিশ্ব অর্থনৈতিক অবস্থাতেও বাংলাদেশের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অগ্রসরমান এবং প্রশংসার দাবি রাখে।

বোধগম্য কারণে বাজেটের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষা খাতে অর্থায়নের পরিমাণ বেড়েছে। কিন্তু জিডিপির হারে, বাজেটে মোট ব্যয়ের অনুপাতে বরাদ্দ কমেছে। অর্থমন্ত্রী আগামীকাল যে বাজেট পেশ করতে যাচ্ছেন এ পরিস্থিতিতে অর্থমন্ত্রীর কালকের বাজেটে শিক্ষায় অর্থ বরাদ্দে, অর্থায়নের ধারায় কি বাস্তবতার প্রতিফলন দেখা যাবে? নাকি পুরনো গোঁজামিলের সঙ্গে নতুন কোনো চমক সৃষ্টির চেষ্টা থাকবে?

শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত বরাদ্দের বিষয়টি এখন একটি আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ। ইউনেস্কো, আইএলও, গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন (জিসিই) এ ক্ষেত্রে যেসব জরিপ ও গবেষণা চালিয়েছে এবং সুপারিশ দিয়েছে, তা শিক্ষায় অর্থ বরাদ্দ, অর্থ বরাদ্দের বিকল্প উৎস সন্ধান, বরাদ্দ সদ্ব্যবহার, সম্পদ সৃষ্টি ও বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। 'টাইম টু গেট ইট রাইট লেসনস ফ্রম ইএফএ এন্ড দি এমডিজিস ফর এডুকেশন ২০১৬-২০৩০' শিরোনামে GCE যে হ্যান্ডবুক প্রকাশ করেছে তাতে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশের উল্লেখ আছে : ১. অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন ও বৈদেশিক সহায়তা পরিমাপ করে সুনির্ধারিত ও পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও অর্থায়ন। ২. রাষ্ট্রের যথাযথ দায়িত্ব পালন, আইনি ও নীতিগত কাঠামো প্রবর্তন, সুশাসন নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের পদক্ষেপসহ শক্তিশালী গণমুখী ব্যবস্থা ও পরিচালনা। ৩. গুণগত মান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার ভিত্তিতে শিক্ষায় অভিগম্যতা ও মান নির্ধারণে কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ, মানসম্মত পাঠ্যক্রম, পাঠদান ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু। ৪. ন্যায্যতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিভিত্তিক ব্যবস্থা চালুর জন্য কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ যার দ্বারা শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য ও বঞ্চনার নিরসন এবং ৫. সিভিল সোসাইটির কার্যকর অংশগ্রহণের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ না করা। কালকের বাজেটে এসব পর্যবেক্ষণ, প্রস্তাব ও সুপারিশ কতটা খুঁজে পাওয়া যাবে? ভিয়েতনামসহ আটটি দেশ ২০১৩ সাল থেকে ন্যাশনাল এডুকেশন অ্যাকাউন্ট NEA নামের কর্মসূচির অধীনে শিক্ষা খাতে ব্যয়প্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করছে। ইউনেস্কো সমর্থিত এ কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অংশে কম নয়।

**অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ** : *শিক্ষক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা, ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান*
principalqfahmed@yahoo.com